www.bjmc.gov.bd

পাট খরিদ নির্দেশিকা

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পাট খরিদ নির্দেশিকা

(সংশোধিত)-২০১৯

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

[দেশের সর্ববৃহৎ পাটপণ্য রপ্তানীকারক সংস্থা]

প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৯

আদমজী কোর্ট (এনেক্স-১, ১১৫-১২০, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স: ৯৫৫৮১৮২-৬, ৯৫৫৮১৯২-৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৬৭৫০৮, ৯৫৬৪৭৪০
ই-মেইল: bjmc.bd@gmail.com, ওয়েব: www.bjmc.gov.bd

মুখবন্ধ

ঐতিহ্যগতভাবে বিজেএমসি'র পাটক্রয় কেন্দ্র বাংলাদেশের পাট খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সাথে প্রায় ৪ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। পাটক্রয় কেন্দ্রের পণ্য মূল্য তালিকার মাধ্যমে পাট চাষীরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় দরকষাকষিতে সক্ষমতা অর্জন করে থাকে।

বিজেএমসি'র বার্ষিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রেডভিত্তিক মানসম্মত পাটক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা সকলে বদ্ধপরিকর।

পাট খরিদ নির্দেশিকা বিজেএমসি'র পাটক্রয় কার্যক্রমের মূল চালিকাশক্তি। পাটক্রয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাটজাত পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। আর শুরু হতে এ নির্দেশিকা অনুসরণ করলে পাটক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে নিয়ম অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।

পাটক্রয় কার্যক্রমকে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনয়নের জন্য বিদ্যমান নির্দেশনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। সকলকে পাটক্রয়ে সচেষ্ট ও উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে। আর এজন্য পাট পরিবারের সদস্য তথা শ্রমিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারি সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। আশা করি তথ্যবহুল এ নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট সকলের কাজের সহায়ক হবে।

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

আদমজী কোর্ট, মতিঝিল, ঢাকা

বোর্ড সভা নং :- ৪৫৬.০৩/১৯-২০ তারিখ: ৩১/০৭/২০১৯

বিষয় : পাটক্রয় কার্যক্রম পরিচালনায় শতভাগ স্বচ্ছতা এবং গতিশীল ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ কল্পে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে প্রতিপালনীয় নির্দেশনা।

০১। **ভূমিকা :** পাটক্রয় কার্যক্রমে শতভাগ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান পাটক্রয় নির্দেশিকায় কিছু পরিবর্তন, পরিমার্জন আবশ্যক বিধায় এ সংশোধিত নির্দেশিকা ২০১৯ প্রণয়ন করা হল।

০২। **কার্যকারিতা :** এ নির্দেশিকা ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

০৩। **প্রয়োগ :** এ নির্দেশিকা পাটক্রয় ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিজেএমসি'র সকল পর্যায়ের কর্মচারির জন্য প্রযোজ্য হবে।

০৪। এ নির্দেশিকার জন্য নিম্নের সংজ্ঞাসমূহ প্রযোজ্য হবে–

সাদা বি বটম : সুন্দর আঁশ রূপালী/হালকা ক্রিম থেকে স্ট্রকালার উজ্জ্বল। স্থায়িত্ব ভাল, শক্ত আঁশ, স্পিকস্ ও রানার থাকবেনা। সর্বোচ্চ ২৫% কাটিং করা যাবে।

সাদা সি বটম : এভারেজ শক্তির আঁশ। এভারেজ স্থায়িত্ব, কালো ছাড়া যে কোন রং। তবে দুর্বল আঁশ, হার্ড সেন্টার্ড জুট, রানার, শক্ত গামি থাকবে না। সর্বোচ্চ ৩০% কাটিং করা যাবে।

সাদা ক্রস বটম : যে কোন শক্তির আঁশ, তবে কোনক্রমেই পঁচা হবে না। যে কোন রং, সামান্য ক্রপি ও গামি টপ, লাইট স্পিকস্, সফ্ট সেন্টার্ড জুট। সর্বোচ্চ ৩৫% কাটিং করা যাবে।

সাদা এসএমআর : যে কোন শক্তি, রং এর আঁশ। ক্রপি, গামি টপ, বার্ক, স্পিকস্, হার্ডসেন্টার্ড জুট। তবে আঁশ মরা/পঁচা চলবে না। যে কোন পরিমাণ কাটিংস চলবে।

তোষা বি বটম : উত্তম শক্তি সম্পন্ন আঁশ, যথাযথ লম্বা ও চকচকে আঁশ, সিলভার গ্রে/কপারিশ গ্রে রং এর জাত পাট। অন্যান্য এলাকার পাট লাইট গ্রে রেডিস রং। স্পিকস্ ও রানার থাকবে না। ২০% কাটিং করা যাবে।

তোষা সি বটম : আঁশের এভারেজ শক্তি। যে কোন রং। হার্ড সেন্টার্ড, রানার থাকবে না। সামান্য গামি এবং ক্রপি টপ গ্রহণযোগ্য। ২০% কাটিং করা যাবে।

তোষা ক্রস বটম : যে কোন শক্তি আঁশ। তবে পঁচা হবে না। এভারেজ শক্তি যে কোন রং। সামান্য ক্রপি, গামি টপ, বার্ক, হার্ড সেন্টার্ড থাকতে পারে। ২৫% কাটিং করা যাবে।

তোষা এসএমআর : যে কোন শক্তি, রং এর আঁশ। ক্রপি, গামি টপ, বার্ক, স্পিকস্, হার্ড সেন্টার্ড জুট। তবে আঁশ মরা/পঁচা চলবে না। যে কোন পরিমাণ কাটিং চলবে।

মেস্তা বি বটম : ভাল শক্তি সম্পন্ন আঁশ, ভাল/সুন্দর লম্বা, রূপালী সাদা/হালকা ক্রিম থেকে স্ট্র কালার। স্পিকস্ ও রানার থাকবে না। সর্বোচ্চ কাটিং ২০% হবে।

মেস্তা সি বটম : আঁশের এভারেজ শক্তি। যে কোন রং। হার্ড সেন্টার্ড জুট, রানার, শক্ত গামি টপ থাকবে না। সর্বোচ্চ কাটিং ২৫% হবে।

মেস্তা ক্রস বটম : যে কোন শক্তির আঁশ, তবে পঁচা হবে না। যে কোন রং, ক্রপি, গামি টপ, বার্ক, স্পিকস্, হার্ড সেন্টার্ড থাকতে পারে। সর্বোচ্চ কাটিং ৩৩% হবে।

০৫। পাটের আর্দ্রতা : নতুন পাটের গ্রহণযোগ্য আর্দ্রতা নিম্নরূপ :

মাস	আর্দ্রতা রিগেইন(%)	আর্দ্রতা কন্টেইন (%)
জুলাই হতে অক্টোবর	২১% পর্যন্ত	১৭.৩৫% পর্যন্ত
নভেম্বর হতে জুন	১৯% পর্যন্ত	১৫.৯৬% পর্যন্ত

০৬। পাটের ত্রুটি : কাঁচা পাট ত্রুটিমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাটে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করা যায়– (ক) শক্ত গোড়া বা কাটিং (খ) পাটের গায়ে ছোট ছোট কাল দাগ ঘুটলীর মত স্পিকস্ (পোকার আক্রমণের কারণে সৃষ্ট) (গ) হুংকা (Sticky) কাঠির মত, কাঠিযুক্ত (ঘ) গায়ে ছাল (ঙ) বিবর্ণ ও দুর্বল আঁশ (পানিতে ভিজানোর কারণে) (চ) রানার (Runner) বরাবর শক্ত কাঠির মত আঁশ (ছ) (Croppy Fibre) আগা শক্ত ছাল। পচনের সময় আগা পানির উপর থাকে। শক্ত কর্কশ আগা, কোন কোন ক্ষেত্রে ছালযুক্ত, শক্ত তারের মত ইত্যাদি। (জ) (Rotty Fibre) গোড়া ছাল। (ঝ) (Knotty Fibre) পোকামাকড়ের দংশনে ছিদ্র হয়ে যাওয়া। (ঞ) (Dead Fibre) মরা পাট, অধিক পচন পাট, আর্দ্র অবস্থায় রাখার জন্য। পাটের ত্রুটির কারণে মানের ভিত্তিতে গ্রেড ভাগ করলে ত্রুটিগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

০৭। সফ্টওয়্যার ব্যবহার : পাটক্রয় ব্যবস্থাপনায় আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে তথ্য প্রযুক্তি এর সফ্টওয়্যার ব্যবহার করতে হবে এবং ক্রয়কেন্দ্রের প্রধান প্রতিদিন কি পরিমাণ, কি দরে, কোন ক্যাটাগরির এবং কত আর্দ্রতা যুক্ত পাট ক্রয় করা হয়েছে সে সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রধান, লিয়াঁজো কর্মকর্তা, বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন এবং সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন।

০৮। পরিবীক্ষণ : পাটক্রয় কার্যক্রম বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে জোড়ালোভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে। এ লক্ষ্যে একটি পরিবীক্ষণ টিম থাকবে। এ টিম প্রতিদিন ক্রয়কেন্দ্রভিত্তিক, মিলভিত্তিক এবং অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল করবেন। বিশেষক্ষেত্র ব্যতীত ছুটির দিনেও এ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

০৯। পরিদর্শন : পাটক্রয় কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য বিজেএমসি হতে একটি পরিদর্শন টীম গঠন করা হবে। এ টিম যে কোন সময় যে কোন ক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনে যেতে পারবে এবং কোন অনিয়ম হলে বিজেএমসি'র চেয়ারম্যান-এর মৌখিক অনুমোদন নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১০। পদায়ন : পাটক্রয়ের জন্য অনুমোদিত গুদামগুলো পরিদর্শন করতঃ যথাযথ হলে সমস্ত বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক পাট বিভাগের কর্মচারি পদায়ন করা হবে। কোনো কর্মচারিকে নিজ জেলা/উপজেলায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হবে না। গত বছরে নিয়োজিত কর্মচারিকে এ বছর একই স্থানে সাধারণভাবে পদায়ন করা হবে না। পদায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারির অতীত কর্মদক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা বিবেচনায় নেয়া হবে। যে সকল কর্মচারির চাকুরী এক বছরের কম রয়েছে তাদের ক্রয় কেন্দ্রে পদায়ন

করা যাবে না। কোন মিলে পাট বিভাগের কর্মচারি না থাকলে সেক্ষেত্রে উৎপাদন বিভাগ থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও অতীত কর্মদক্ষতা বিবেচনায় ক্রয় কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা যেতে পারে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে মিলের প্রয়োজনে অতীত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হিসাব/মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মচারীদের পারফরমেন্স বিবেচনায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা যেতে পারে। মিলের পাট গুদাম ইনচার্জ সাধারণভাবে প্রতি বছর পরিবর্তন করা হবে, তবে মিলের জরুরী প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর রাখা যেতে পারে।

১১। সাশ্রয়ী মূল্যে পাট ক্রয় : স্থানীয় বাজার দরের সহিত সংগতিপূর্ণ দরে অত্যন্ত সচেতনতার সহিত সাশ্রয়ী মূল্যে শুকনো ও মান সম্মত পাট ক্রয় করতে হবে।

১২। পাট ক্রয় : এজেন্সি হতে মিলে বেল পাট সরবরাহ করতে হবে। পাট বেল করার পূর্বে গুণগত মান ১০০% যাচাই করতে হবে। এজেন্সিতে কোনক্রমেই খোলা পাট মিলে প্রেরণ করা যাবে না। মিলঘাটে খোলা পাট ক্রয় করার পাশাপাশি বেল পাটও ক্রয় করা যাবে। মিলের আউটটার্ন রেজিস্টারে যেভাবে পাটের শ্রেণিভিত্তিক % উল্লেখ করা/লিপিবদ্ধ করা হয় তার সাথে গোডাউনে রক্ষিত % এর মিল না থাকলে আউটটার্ন প্রদান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেকেই সমানভাবে দায়ী থাকবেন।

১৩। পাটের গুণগত মান রক্ষা এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন :

(ক) পাটের গুণগত মান ও রং নিশ্চিত করা এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। মিলের প্রয়োজন অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড মান ও গ্রেডের পাট ক্রয় কঠোরভাবে অনুসরণপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সচেষ্ট হতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হলে ঐ মিলের পাট বিভাগীয় প্রধান ও কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বৎসরের শুরুতেই ফুলব্রাইট পণ্য উৎপাদন উপযোগী প্রয়োজনীয় পাট সংগ্রহ করতে হবে। নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত বা নিম্নমানের পঁচা পাট গুদামে আমদানী বা খরিদ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অস্থানীয় যেমন হার্ডডিস্ট্রিক্ট এলাকায় সফ্ট ডিস্ট্রিক্ট / নর্দান / জাত এলাকার পাট খরিদ করা যাবে না।

(খ) সিবিসি ইউনিটের মিলগুলোর জন্য সি বটম মানের নীচে অন্য কোন মানের পাটক্রয় করা যাবে না। তবে, সি বটম এর লটে গ্রহণযোগ্য মাত্রার ক্রস বটম থাকলে যথাযথ আউটটার্ন দিয়ে ক্রয় করা যাবে।

(গ) স্ট্যান্ডার্ড সি বটম ও স্ট্যান্ডার্ড ক্রস বটম মানের পাটক্রয়ের নির্দেশ দেয়া হল। স্ট্যান্ডার্ড ক্রস বটম পাটের লট/বেলে গ্রহণযোগ্য মাত্রার এসএমআর থাকলে তা মিলের প্রয়োজন নিরিখে যথাযথ আউটটার্ন দিয়ে ক্রয় করা যাবে। তবে পাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাটের ব্যাচ ও গ্রেড ঠিক রেখে উজ্জ্বল, সাদা ও সোনালী রং-এর পাট ক্রয় করতে হবে, যাতে তৈরিকৃত পণ্যের গুণগত মান ভালো হওয়ার পাশাপাশি দেখতে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হয় সে দিকে বিবেচনা করতে হবে। এ নির্দেশের ব্যত্যয় গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে।

(ঘ) মিলঘাটে ক্রয়কৃত/এজেন্সি হতে প্রেরিত বেল পাটের ক্ষেত্রে এজেন্সিগুলো মিলের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গুণগত মান ১০০% যাচাই করবে। স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী/ইনচার্জসহ যৌথ পরিদর্শনের মাধ্যমে আউটটার্ন প্রদান করতে হবে। তবে তোষা ক্রস বটম, সাদা ক্রস বটম, মেস্তা সি বটম পাটে অধিক নিম্নমান হলে এজেন্সি ইনচার্জের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং মিল ঘাটে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাট বিক্রেতাকে ডেকে বেল ফেরৎ প্রদান করতে হবে। কোনক্রমেই এসএমআর'র লট বা

সরাসরি এসএমআর বেল ক্রয় করা যাবে না এমনকি এসএমআর'র আধিক্য রয়েছে এমন কোন লট বা বেল ক্রয় করা যাবে না। কারণ বছরান্তে মোট ক্রয়কৃত পাটের মধ্যে নিম্নমানের পাট (সাদা/তোষা- এসএমআর এবং মেস্তা ক্রস বটম) ক্রয়ের হার গড়ে ১৫% সীমার মধ্যে থাকতে হবে।

(ঙ) জুলাই' ১৯ এর মধ্যে গ্রেডওয়ারি কেন্দ্রভিত্তিক পাটক্রয় লক্ষ্যমাত্রা প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক বিজেএমসি'র পাট বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় নিম্নমানের পাট অধিক ক্রয় হলে প্রকল্প প্রধান ও পাট বিভাগীয় প্রধান দায়ী হবে। উৎপাদন বিভাগের দৈনন্দিন পাটের চাহিদা (মান ও গ্রেডভিত্তিক) অনুযায়ী পাট বিভাগ ইস্যু নিশ্চিত করবে। উৎপাদন বিভাগের চাহিদার তুলনায় অধিক নিম্নমানের পাট সরবরাহ হলে প্রকল্প প্রধান, উৎপাদন বিভাগীয় প্রধান ও পাট বিভাগীয় প্রধান দায়ী হবে। তবে উৎপাদন বিভাগ মোট দৈনিক চাহিদার ১৫% এর বেশি নিম্নমানের (তোষা/সাদা এসএমআর, মেস্তা ক্রস বটম) পাট চাহিদাপত্র দিতে পারবে না তবে কাটিংস ও বাইপ্রোডাক্ট রশি/হাবিজাবি প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদাপত্র প্রদান করা যাবে। উৎপাদন বিভাগ ও পাট বিভাগ দৈনিক পাটের চাহিদা ও ইস্যু রেজিস্টার হালনাগাদ রাখবে। পাট রিকুইজিশন, ইস্যু কার্যক্রম প্রকল্প প্রধান কঠোরভাবে পরিবীক্ষণ করবেন।

(চ) ক্রয়কেন্দ্রে ক্রয়কৃত পাটের পরিমাণ একটি কিংবা দুটি ট্রাকে লোডযোগ্য হলে তা মিলে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে কোনো বাধা সৃষ্টি করা হলে ক্রয় কার্যক্রম বন্ধ করে বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৪। **পাটের বিল পরিশোধ :** পাট খরিদে সর্বদা পাট চাষীদের প্রাধান্য দিতে হবে। তাদের বিক্রয়কৃত পাটের বিল দ্রুত চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া পাটের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে বিজেএমসি'র প্রদত্ত নির্দেশনা/সার্কুলার যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৫। **নিরাপত্তা ব্যবস্থা :** গুদামের যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে। অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অগ্নি-প্রতিরোধ ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদারকরণে ইতোপূর্বে বিজেএমসি'র জারীকৃত সার্কুলারসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই উপযোগী গুদাম ও উপযুক্ত ড্র্যানেজ ছাড়া পাট মজুদ করা যাবে না। এজেন্সিভিত্তিক কোয়ালিটি ও গ্রেড অনুযায়ী বেল খামাল দিতে হবে। খামালে টাঙ্গানো বীনকার্ডে কোয়ালিটি, গ্রেড ও পরিমাণ লিখা থাকবে। গুদামের প্যাসেজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

গুদাম ওয়ারী এবং সারিভিত্তিক আপ-টু-ডেট স্টক রেজিস্টার থাকতে হবে। লটের চারদিকে গুদামের ভেতর চারপাশে কমপক্ষে ২ (দুই) ফুট খালি জায়গা রেখে লট দিতে হবে।

১৬। **পাট ক্রয়ের অন্যান্য সাধারণ নির্দেশনা :** (ক) বিভিন্ন অঞ্চলের একই মোকামে অবস্থিত কেন্দ্রগুলোর হ্যান্ডলিং দর একই হতে হবে। এক্ষেত্রে একই মোকামে অবস্থিত কেন্দ্র সমূহের গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন হ্যান্ডলিং দর উক্ত মোকামের দর হিসেবে প্রযোজ্য হবে।

(খ) বিভিন্ন মোকামে গুদাম মালিকগণ প্রতিমণ পাটের বিপরীতে আধা কেজি বা ১৫-২০ টাকা হারে আড়তদারী পায় যা সম্পূর্ণ অবৈধ। কোন গুদামমালিক আড়তদারী দাবী করলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রটি বাতিল করা হবে।

(গ) যে সকল এজেন্সিতে পুরাতন পাট মজুদ আছে তা মিলে ৩০শে জুন-এর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। পূর্ববর্তী বছরের মজুদ সকল পাট মিলে রপ্তানী না করা পর্যন্ত ঐ কেন্দ্রে পরবর্তী বছরে নতুন পাট ক্রয় শুরু করা যাবে না।

(ঘ) ক্রয়কেন্দ্রের রেজিস্টার সর্বদা হালনাগাদ থাকতে হবে। রেজিস্টার ও চালান বইসমূহ পৃষ্ঠানম্বর ধারাবাহিক ক্রমিক নম্বর সম্বলিত হতে হবে। পাট খরিদ সংক্রান্ত খাতা পত্রে কোনরূপ কাটাকাটি/ঘষামাজা করা যাবে না।

(ঙ) পাট বিভাগীয় প্রধানগণ বছরে অন্তত পক্ষে চারবার এবং প্রকল্প প্রধানগণ বছরে অন্তত দু'বার প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন পূর্বক কেন্দ্রের পরিদর্শন রেজিস্টারে মতামত লিপিবদ্ধ এবং নির্দেশ প্রদান করবেন। এছাড়াও ক্রয়কেন্দ্র থেকে আগত পাট অত্যধিক নিম্নমান, বেলের ওজন অস্বাভাবিক কম, বেল ভেজা, ড্যামেজ, চালানের আপগ্রেড লিখা ইত্যাদি অনিয়মের কারণে কেন্দ্রসমূহে কোন ক্ষতি/দুর্নীতির আশঙ্কা থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রকল্প প্রধান/পাট বিভাগীয় প্রধান কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন পূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(চ) প্রতিটি মিলে ডিজিটাল স্কেল স্থাপন পূর্বক পাটের ওজন ডিজিটাল স্কেলে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মোকামভিত্তিক সকল মিল একটা ডিজিটাল ময়েশ্চার মেশিনের সংস্থান করবে।

(ছ) সকল মালিকানাধীন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সচল প্রেস নিশ্চিতপূর্বক কার্যক্রম শুরু করতে হবে। সচল প্রেস ছাড়া কোনক্রমেই পাট ক্রয় কার্যক্রম চালু করা যাবে না।

১৭। বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন সকল মিলের মিলঘাট ও কেন্দ্রের পাটের মান ও গ্রেডভিত্তিক পাট বিভাগীয় প্রধান কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত চলমান বাজার দর কৃষক, ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিগোচরের লক্ষ্যে দৃশমান স্থানে টানাতে হবে।

১৮। পাটক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে পাট বিক্রেতাকে পাট বিক্রির আউটটার্ন উল্লেখপূর্বক পাটের দর সাব্যস্তর বিক্রেতার বিলের প্রিন্টেড বিক্রেতার কপি প্রদান করতে হবে। বিক্রেতা উপস্থিত না থাকলে তার প্রতিনিধির স্বাক্ষরপূর্বক উক্ত প্রিন্টেড কপি প্রদান করতে হবে।

১৯। বিক্রেতা/পার্টি অনুযায়ী পাট খরিদের মাসিক প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রতিবেদনে অবশ্যই সমুদয় পাটের মান, পরিমাণ ও আউটটার্ন, মূল্য ও পরিশোধিত টাকার পরিমাণ উল্লেখ থাকবে।

২০। মিল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে মিলঘাটে এক বা একাধিক হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ দিতে পারবে। মিলঘাটের ঠিকাদার কোনক্রমেই মিলঘাটে পাট ব্যবসার সাথে জড়িত হতে পারবে না।

২১। মিলের এ্যাপ্রাইজাল কমিটির জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে এ্যাপ্রাইজাল কমিটি পুনঃগঠন করতে হবে। এ্যাপ্রাইজাল কমিটি কর্তৃক পাটের এ্যাপ্রাইজাল সম্পন্ন করার পর তা প্রকল্প প্রধানের অনুমোদন নিতে হবে। এক্ষেত্রে মিলের পাট বিভাগীয় প্রধান, মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগীয় প্রধান, মিলের প্রত্যেক ইউনিটের উৎপাদন ইউনিট প্রধান ও হিসাব বিভাগীয় প্রধানের সমন্বয়ে এ্যাপ্রাইজাল কমিটি পুনঃগঠন করতে হবে। উল্লেখিত কর্মকর্তাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা এ্যাপ্রাইজাল কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

২২। মিলঘাটে বিক্রেতা/এজেন্সির পাট আসার যৌক্তিক সময়ের মধ্যে এ্যাপ্রাইজাল কমিটির কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব এ্যাপ্রাইজাল কমিটির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২৩। মৌসুম শুরু হওয়ার পর মিলসমূহ যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে অনুমোদিত কেন্দ্রসমূহের উন্মুক্ত দরপত্র সম্পন্ন করে ক্যারিং ও হ্যান্ডলিং ঠিকাদারের কার্যাদেশ প্রদান করবে।

২৪। **এ্যাপ্রাইজাল কমিটির দায়-দায়িত্ব :** মিলঘাটে ক্রয়কৃত এবং ক্রয়কেন্দ্র থেকে প্রেরিত পাটের মান, আর্দ্রতা ইত্যাদি এ্যাপ্রাইজাল কমিটি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। পাটক্রয়ে অনিয়মের জন্য এ্যাপ্রাইজাল টিমের সকল সদস্যই যথাযথভাবে পরীক্ষা/নিরীক্ষা করে স্বাক্ষরপূর্বক পাট গুদামে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করবেন এবং এরপরে পাটে অনিয়ম দেখা গেলে সকল সদস্যই আবশ্যিকভাবে দায়ী থাকবেন। উপরোক্ত বিষয়ে যে কোন প্রকার অবহেলা বা দায়িত্বহীনতার কারণে এ্যাপ্রাইজাল কমিটির সকলেই সমানভাবে দায়ী থাকবেন।

২৪। উপরোক্ত নির্দেশাবলী সকল ক্রয়কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২৫। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নির্দেশনা জারি করা হল।

পরিচালক
উৎপাদন ও পাট

আদমজী কোর্ট (এনেক্স-১, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স: ৯৫৫৮১৮২-৬, ৯৫৫৮১৯২-৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৬৭৫০৮, ৯৫৬৪৭৪০
ই-মেইল: bjmc.bd@gmail.com
ওয়েব: www.bjmc.gov.bd